ভে ।নি ।স

দলীয় রাজনীতির কবলে ইটালির বাংলা কমিউনিটি

বিদেশে বসে কমিউনিটির উন্নয়ন না করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের শাখা খুলছেন বেআইনিভাবে। এতে সবাই উৎসাহী কিন্তু তারা প্রবাসীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছেন না...

বৈশাখ ফুরিয়ে যাবার প্রায় ৩ মাস পর গত ১৭ জুলাই ভেনিসে বর্ষবরণ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় বৈশাখী মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের এ মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন রোমস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রধান সচিব নজরুল ইসলাম। কাকতালীয়ভাবে একই দিনে ভেনিসে বেড়াতে আসেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমান। তিনি স্থানীয় এক অভিজাত হোটেলে অবস্থান করেন। মেলা কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় বিএনপি নেতৃবৃন্দ তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা করে মেলায় আমন্ত্রণ জানালে তিনি তা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন। এর আগে গত ১৫ মে ভেনিসে অনুষ্ঠিত হয় আরও একটি বৈশাখী মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আয়োজন করে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন। বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ও বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের দুটি ভিন্ন ব্যানারে পর পর দু'বার উদ্‌যাপিত হয় অভিন্ন উৎসব। শুধু ভেনিস নয়, রাজধানী রোমসহ প্রায় সব শহরের একই অবস্থা। বাংলাদেশী অধ্যুষিত কোনো কোনো শহরের অবস্থা আরও ভয়াবহ। মারামারি, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, পরিস্থিতি সামলাতে পুলিশের হস্তক্ষেপও দেখা যায়। বাংলাদেশের মতো এখানেও পরস্পরকে বিষোদগার করে লিফলেট চালাচালি হয়। মিথ্যা মামলা বা পুলিশ রিপোর্ট করে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার কূটকৌশল অবলম্বন করা হয়। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে এসব ঘটনার পেছনে প্রতিহিংসা, নেতৃত্বের লোভ, এলাকাগত কোন্দল ও দলীয় রাজনীতির প্রভাব রয়েছে।

গত বছরের প্রথম দিকে ভেনিসে ভূমিষ্ঠ হয় বাংলাদেশ এসোসিয়েশন। বলা যায়, রাতের অন্ধকারে জন্ম হয় এ সংগঠনের। সর্বোচ্চ গোপনীয়তা বজায় রেখে ভেনিসে অবস্থানরত গুটিকয়েক ব্যক্তি এটিকে একটি অলাভজনক সামাজিক সংগঠন দেখিয়ে ভেনিস পৌরসভা থেকে নিবন্ধন নেয়। এ গোপনীয়তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের সঙ্গে সম্পৃক্তরা বলেন, নেতৃত্বের কোন্দলে ও প্রতিহিংসা ঠেকাতে এ পথ অবলম্বন করা হয়। মূলত বিএনপিপন্থিদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের এ ব্যাখ্যা মেনে নিতে পারেননি ভেনিসের আওয়ামীপন্থিরা। কয়েক দফা মিটিং, জ্বালাময়ী বক্তব্য, পাল্টা বক্তব্যের মধ্যদিয়ে রাতরাতি জন্ম হয় বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন। একইভাবে অলাভজনক সমাজকল্যাণমূলক সংগঠন দেখিয়ে পৌরসভা থেকে নিবন্ধন নেয়া হয়। ভেনিসে শুরু হয় বাংলাদেশীদের দুটি অভিন্ন আদর্শের (গঠনতন্ত্র অনুযায়ী) সংগঠনের পথ চলা। এ দুটি সংগঠনের মূল নেতৃত্বের ক্ষেত্রে একটি বিএনপিপন্থি ও অপরটি আওয়ামীপন্থি হলেও নেতৃত্বদানকারী চেহারাগুলো বাংলাদেশের একই অঞ্চলের। ধারণা করা হয় এ দুটি সংগঠনের জন্মের পেছনে নেতৃত্বের লোভ, দলীয় রাজনীতি ছাড়াও এলাকাগত কোন্দলের প্রভাব রয়েছে। যদিও বিএনপিপন্থি একটি অংশ বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের সঙ্গে এবং আওয়ামীপন্থি একটি অংশ বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের সঙ্গে রয়েছে। তবু মূল নেতৃত্বের ক্ষেত্রে যোগ্যতা বা অযোগ্যতার প্রশ্নে প্রাধান্য পায় ইজম। যে এলাকার জনসংখ্যা বেশি তারাই থাকবে মূল নেতৃত্বে। হোক সে যোগ্য বা অযোগ্য তা বিবেচ্য নয়। এছাড়া সরাসরি রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এলাকাভিত্তিকসহ প্রায় দু'ডজন বাংলাদেশী সংগঠন রয়েছে ভেনিসে। গড় হিসাবে দেখা যায়, ভেনিসের মোট বাংলাদেশী অনুসারে ১০০ থেকে ১২০ জন নিয়ে এক একটি সংগঠনের জন্ম।

ভেনিসের মতো ইটালির অন্য শহরের বাংলাদেশী কমিউনিটির হালহকিকত একই রকম। কোথাও কোথাও পরিস্থিতি আরো নাজুক। সে সব স্থানে হিংসা, বিদ্বেষ, মারামারি, দলাদলীর নোংরামি এমন পর্যায় পৌঁছে গেছে যা সভ্যতার শেষ সীমাও অতিক্রম করেছে। নিজ ভিটা-মাটি ছেড়ে হাজার হাজার কিলোমিটার রাস্তা পেরিয়ে এসেও আমরা সামান্যতম সভ্যও হতে পারিনি। আমরা নিজ দেশ থেকে বয়ে আনা অসুস্থ রাজনৈতিক, সামাজিক বিষবাষ্পে বিষাক্ত করে চলেছি সভ্য ও সহনশীলতার দেশ ইটালির আকাশ-বাতাস। প্রতিনিয়ত পচনশীল রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কৃতি চর্চায় প্রবাসে বিতর্কিত হচ্ছে বাংলাদেশ। সমালোচিত হচ্ছে জাতি। এখানে বাংলাদেশীদের কোনো একটা অনুষ্ঠান হলেই মারামারি পরস্পর বিরোধিতা যেন একটি কালচারে পরিণত হয়েছে। এ সম্পর্কে ভেনিসের রেডিও বাজের বাংলা অনুষ্ঠান, শিমুল বেলার বাঁশি থেকে রোমস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রধান সচিব নজরুল ইসলামের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তখন তার চোখে-মুখে দেখেছিলাম এক প্রচন্ড লজ্জার প্রতিচ্ছবি। তিনি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে তার অসহায়ত্ব প্রকাশ করে বলেছিলেন, ইটালির বিভিন্ন শহরে বাংলাদেশীরা সরকারকে অলাভজনক সামাজিক সংগঠন দেখিয়ে একাধিক সংগঠনের অনুমোদন নেয়। এগুলো মূলত বাংলাদেশীদের কল্যাণ বা বাংলাদেশের সুনাম অর্জন থেকে অনেক দূরে থাকছে। নিজেদের মধ্যে দলাদলি আর ঝগড়া-বিবাদ নিয়েই সময় ব্যয় করছে। এ জন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ করতে পারি। এসব না করার অনুরোধ করতে পারি। এ ছাড়া তেমন কিছু করার নেই। কারণ এ সংগঠনগুলো মূলত ইটালীয় সংগঠন। ইটালির আইন অনুযায়ী নিবন্ধন ফি প্রদান করে অনুমোদিত সংগঠন।

ইটালির ভূখন্ডে অন্যকোনো দেশের রাজনীতি চর্চা বা রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনার আইনগত কোনো বৈধতা নেই। আমার জানা মতে, কোনো স্বাধীন রাষ্ট্র এ বৈধতা দেয় না। অথচ ইটালিতে অহরহ আইন ভঙ্গ করে বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নানান কর্মকান্ড দেখা যায়। শুধু জীবিকার তাগিদে প্রবাসে আসা মানুষগুলোকে বাংলাদেশের মতো এখানেও আইন ভঙ্গ করতে উৎসাহিত করছেন আমাদের দেশের যোগ্য (!) রাজনীতিবিদরা। তারা মাঝে মধ্যে ইটালিতে আসেন। দলীয় লোকজন নিয়ে কোনো এক রেস্টুরেন্টের কোণে অথবা ছোটখাটো অডিটরিয়ামে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আড়ালে রাজনৈতিক মিটিং করেন। প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিরোধিতার নামে অসভ্যতা করতে উৎসাহিত করেন। এমন কি এসব রাজনীতিবিদদের মধ্যে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর শীর্ষ নেতা হাসিনা-খালেদারাও রয়েছেন। জানা যায়, হালে বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো দলীয় গঠনতন্ত্রে প্রবাসের দলীয় শাখাকে জেলা শাখার মর্যাদা দিয়েছে। এমন কি সদ্য জন্ম নেয়া বিকল্প ধারা বাংলাদেশও প্রবাসে তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। কিন্তু কেন? কি চান আমাদের রাজনীতিবিদরা? তারা কি ভবিষ্যতে ইটালির প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখেন? যদি তা না হয়, তবে কেন প্রবাসে এসে প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে দলীয় মিটিং করা? কেন দলীয় গঠনতন্ত্রে

বিদেশী শাখার বৈধতা দেয়া? কেন রোমের দলীয় কমিটি ঢাকা থেকে অনুমোদন দেয়া হয়। হয়তো চাটুকারদের তেলমর্দনে অভ্যস্ত আমাদের রাজনীতিবিদরা এক মুহূর্ত তেল ছাড়া থাকতে পারেন না। আর তাই প্রবাসে এসে শরীরের ম্যাজম্যাজে ভাব ঠেকাতে এখানেও তেলমর্দনকারী জন্ম দিয়ে রাখছেন তারা।

ইটালিতে বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জামায়াত, জাতীয় পার্টির সাংগঠনিক কমিটি রয়েছে। কিন্তু একটি সংগঠনেরও সরকারি নিবন্ধন নেই। যারা এখানে প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে বা অন্য কথা বলে বাংলায় লেখা ব্যানার ঝুলিয়ে রাজনৈতিক অনুষ্ঠান করছেন, নেতা হচ্ছেন- তারা কি কখনো ভেবেছেন এ ব্যানারের সত্যতা প্রশাসনের কাছে প্রকাশ হলে আপনাদের কি অবস্থা হবে? আপনাদের প্রিয় নেতা-নেত্রীরা সুকৌশলে আপনাদের নিয়ে ইটালিতে রাষ্ট্র বিরোধী ষড়যন্ত্রকারী তৈরির ফাঁদ পেতেছে এ কথাটা কি একবারও ভেবেছেন? কি স্বার্থে প্রবাসে আইনভঙ্গ করছেন? কি দিয়েছে ঢাকার রাজনীতিদিরা আপনাকে? দেশে থাকা আপনার পরিবারের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পেয়েছেন? আপনার সন্তানের লেখাপড়ার সুষ্ঠু ব্যবস্থা, স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার নিশ্চয়তা পেয়েছেন? আপনার কষ্টার্জিত অর্থে দেশে একটা শৌচাগার নির্মাণ করতে গিয়েও চাঁদাবাজদের হাত থেকে রেহাই মিলেছে? দেশে টাকা পাঠাবার সুষ্ঠু ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু হয়েছে? ঢাকা ইমিগ্রেশনের অহেতুক হয়রানি থেকে উদ্ধার জুটেছে? এয়ারপোর্টে লাগেজ চুরি বা লাগেজ কাটা বন্ধ হয়েছে? বিমানের স্বেচ্ছাচারিতায় কোনো পরিবর্তন এসেছে? প্রবাসে দূতাবাসের খামখেয়ালি ও অসহযোগিতার কোনো রকমফের ঘটেছে? সর্বোপরি প্রবাসে থেকে আপনার ভোটাধিকার কি রক্ষা হয়েছে? সব প্রশ্নের একটি উত্তর- না! তবে কেন প্রবাসে আইন ভঙ্গ করছেন? দলাদলি, মারামারি, প্রতিহিংসা সৃষ্টি করে দেশ ও জাতিকে কলঙ্কিত করছেন?

বাংলাদেশের গত বিজয় দিবসে বোলজানোর রেডিও ভক্স'র বাংলা বিভাগের প্রধান শেখ মহিতুর রহমান বাবলুর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আনোয়ারুল বারী চৌধুরী চমৎকার কিছু কথা বলেছিলেন। তিনি বাংলাদেশী কমিউনিটির উদ্দেশে দৃঢ় প্রত্যয়ী কণ্ঠে বলেছিলেন, ইটালিতে অবস্থানরত প্রত্যেকটি বাংলাদেশী তার নিজ দেশের এক একজন প্রতিনিধি। সুতরাং নিজ দেশের সুনাম রক্ষায় বাংলাদেশীদের সব সময় সচেতন থাকা উচিত। যেন কোনোভাবেই প্রবাসের আইন ভঙ্গ বা এমন কিছু প্রকাশ না পায় যার মাধ্যমে দেশ ও জাতির মান বিদেশীদের কাছে নষ্ট হয়। জনাব চৌধুরীর চমৎকার এ কথার মর্মার্থ প্রবাসের অন্য সবাই বুঝলেও ঢাকার রাজনীতিবিদদের পোষ্য আঁতেলরা বোঝে না।

পলাশ রহমান
palashrahman@libero.it

প্যা ı রি ı স

ফ্রান্সে তালাক বিড়ম্বনার অবসান

যেকোনো আইন সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য নয়। ফরাসি বিবাহ-বিচ্ছেদ নীতিমালাও তার অন্তর্ভুক্ত। আর এ কারণে ফরাসি তালাকনামার ক্ষেত্রে দীর্ঘ বিতর্কিত সমস্যার আশু সমাধানযোগ্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইউরোপের অনেক দেশের মতোই ফ্রান্স বিবাহ-বিচ্ছেদকে অনুৎসাহিত করে। এজন্য বিচ্ছেদকামী দম্পতির তালাকনামা হাতে পেতে পেতে কোনো ক্ষেত্রে মহিলার, কোনো ক্ষেত্রে পুরুষের জীবনে এক দুর্বিষহ সময় চলে আসে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সুন্দর সাজানো সংসারে চলে অসুরের তান্ডবনৃত্য। আর এমনি করে এমন এক সময় তালাকনামা হাতে এসে পৌঁছে, যখন জীবনের অনেক বসন্ত পেরিয়ে যে সময় থাকে, ভবিষ্যৎকে গুটিয়ে নিতে কিছু করা বা সৃষ্টিধর্মী কিছু সমাজকে উপহার দেয়া আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। আর সময় থাকলে বিবাহ-বিচ্ছেদের জের টানতে যেয়ে সেগুলো আর হয়ে ওঠে না। এছাড়া দীর্ঘ সময় লগ্নিকৃত বিচ্ছেদ ব্যবস্থার জন্য অনেক আনুষঙ্গিক সমস্যারও সৃষ্টি হয়। যেমন ভালেরির বয়স যখন ১৬ বছর, তখন সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ফ্রান্সে ১৮ বছরের নিচে বিবাহ আইনসিদ্ধ নয়। কিন্তু পিতা-মাতার কোনো আপত্তি না থাকলে ১৬ বছর বয়স পূর্ণ হলেই সে বিয়ের আসনে বসতে পারবে। আর এভাবেই ভালেরির ১৬ বছর বয়সে বিয়ে হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে ব্যক্তিগত কারণে সে বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য চেষ্টা করে এবং অ্যাডভোকেটের শরণাপন্ন হয়। তার স্বামী আর্মিতে কাজ করার জন্য অনেক দিন থেকে বিদেশে অবস্থান করছে। অপরদিকে ভালেরি অপর একজন মনের মানুষের সঙ্গে অবস্থানের কারণে ইতিমধ্যে সেই ঘরে ৩ সন্তান এসেছে। কিন্তু তালাকগত জটিলতার জন্য এখনও তার বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়নি, অপরদিকে সে তার মনের মানুষ ও তিন সন্তানের পিতাকেও বিবাহ করতে পারছে না। যদিও ইউরোপের দেশগুলোতে বিবাহ বহির্ভূত সন্তান আর ১০টি সাধারণ সন্তানের মতো মানুষ হয়ে উঠছে, তারপরেও অনেক ক্ষেত্রে তাদের ব্যাপারে জটিলতার সৃষ্টি হয়। সুইডেনে জন্ম নেয়া ৫০% সন্তান হচ্ছে বিবাহ বহির্ভূত। এই সংখ্যা ফ্রান্সে প্রায় ৩৫%। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক বিবর্তনে এসব সমস্যার সৃষ্টি করছে। যে সব দেশে সমকামীদের মধ্যে বিবাহ বৈধ, সেসব দেশে বিবাহ-বিচ্ছেদের সময় দুই পুরুষকে বা দুই মহিলাকে সন্তান বন্টনের সময় কিছু সমস্যায় পড়তে হয় বৈকি।

ফ্রান্স তথা ইউরোপে সামাজিক ক্ষেত্রে মহিলাদের বেশ কিছু বাড়তি সুবিধা আছে। এখানের অবস্থা ঠিক আমাদের বাংলাদেশের মতো নয়, যে একটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান মহিলা, বিরোধী দলীয় প্রধান মহিলা, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের গুরুত্বপূর্ণ পদে একজন বাংলাদেশী মহিলা, এখন বিশ্ব পরিচিত লেখিকা বাংলাদেশী মহিলা, বিশ্বখ্যাত একজন বাংলাদেশী মহিলা মডেল কিংবা শিল্প বাণিজ্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশী মহিলাদের দক্ষতা সাফল্যের সঙ্গে স্বীকৃত হলেও গুটিকয়েক শহরভিত্তিক নারী ছাড়া সারা দেশের এই কম্যুনিটি এখনো অতীত থেকে সামাজিকভাবে খুব বেশি উত্তরণ করতে পেরেছে বলে মনে হয় না। আর সেই আঙ্গিকে বলা যায়, এখানকার মহিলা সমাজ কিছুটা বাড়তি সুবিধা পাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, মিউনিসিপ্যাল অফিস (ম্যারি) থেকে শুরু করে সাধারণ একটি ট্রেনিং কেন্দ্রে পর্যন্ত নির্যাতিত নারীদের জন্য একটি বিভাগ আছে। কিন্তু পুরুষদের জন্য সেরকম কোনো কিছু নাই। বিবাহ-বিচ্ছেদের ক্ষেত্রেও মহিলারা এই সুবিধার অপব্যবহার করে বলে অনেকের ধারণা। বিশেষ করে অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত দেশ থেকে ফ্রান্সে আগত মহিলারা এ সব সুযোগ-সুবিধার ১০০ ভাগই আদায়ের চেষ্টা করে। প্রথমত মহিলাদের ক্ষেত্রে বাড়তি সুযোগের প্রথমেই রয়েছে সম্পত্তির ভাগবাটোয়ারায় সমান পরিমাণ সম্পত্তি পাবার সুবিধা। দ্বিতীয়ত, বিদেশী একজন গন্ডমূর্খ নারীও প্রতিমাসে এখানে প্রায় ১ লাখ টাকা ইনকাম করতে পারে। সুতরাং তখন কিছু কিছু নারীর কাছে স্বামী-সন্তানের চেয়ে টাকার মায়াটা খুব বড় করে দেখা যায় এবং দেশ থেকে আত্মীয়স্বজন এ ব্যাপারে উস্‌কে দেয়। তৃতীয়ত, একাধিক পুরুষ-সঙ্গ পাওয়াটাও তাদের কাছে ফ্যাশন হয়ে দাঁড়ায়। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় কিছু লোক দ্বন্দ্ব ত্বরান্বিত করে তামাশা

দেখতেও পছন্দ করে। সুতরাং অতি সহজেই স্বামীকে ফানাটিক, সন্ত্রাসী, বউপেটানো টাইটেলে ভূষিত করা সম্ভব। আর কিছু কিছু সংস্থা ও সরকারি শাখা এসব দেখাশোনার জন্যই বসে থাকে। অবশ্য অনেক পুরুষও এ দিক থেকে কম যান না। সামাজিক মর্যাদা, ভাষাগত দক্ষতা, পেশাগত যোগ্যতা, শিক্ষাগত যোগ্যতার দিক থেকে সামঞ্জস্যহীন বিবাহ, এ দিক থেকে সত্যিকার অর্থে বিদেশের মাটিতে অনেক মহিলাই অসহায় থাকে। এ সুযোগে অনেক পুরুষ নিজের সহজ-সরল বউটির কাছে ফেরেস্তা সেজে সুচতুরভাবে অনেক কিছু করে বেড়ায়। অনেকে আবার নিজ দেশ ও ফ্রান্সে একদিকে স্ত্রী, অন্যদিকে উপপত্নী রেখে দিব্যি জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে। তবে তাদের সংখ্যা খুব নগণ্য। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, বিবাহ-বিচ্ছেদ বা দাম্পত্য কলহের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় মহিলারাই পুরুষদের চেয়ে বেশি ঝামেলার শিকার হয়। একমাত্র প্যারিস নগরীতে ২০০৩ সালে ৩৬৪৭টি দাম্পত্য কলহের ঘটনা ঘটে। অপরদিকে অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত দেশ থেকে আগত ইমিগ্রান্টদের বেলায় দেখা যায়, সিংহভাগ ক্ষেত্রে পুরুষরাই বিভিন্ন ঝামেলার সম্মুখীন হয়। আর তাই ১১ জুলাই ১৯৭৫ সালের আইন সংশোধন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। কারণ সারা বিশ্বেই বর্তমানে বিবাহ-বিচ্ছেদ একটি অন্যতম প্রধান সামাজিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৭৬ সালে ফ্রান্সে বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা ছিল ৬০ হাজার, বর্তমানে তা প্রতি বছরে ১ লাখ ১৫ হাজারে এসে দাঁড়িয়েছে। আর এর জন্য বর্তমানে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে ২ লাখ শিশু সন্তানকে। তাই নতুন আইনে শিশুদের বিষয়টি খুব গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। যদিও ৮৫% শিশু কোর্ট থেকে মায়ের তদারকি পেয়ে যায়, পিতা পায় ১০%। বাকি ৫% পায় দাদা-দাদী, নানা-নানী, নিকটাত্মীয় অথবা সরকার। উভয় পক্ষের মধ্যে শিশুদের যাতে করে যোগাযোগ অব্যাহত থাকে সে ব্যাপারে পারিবারিক কোর্ট থেকে শর্ত বেধে দেয়া হয়। সাধারণত যার হেফাজতে সন্তানদের দেয়া হয় না তার অধিকার থাকে এক সপ্তাহ পর পর তার কাছে দু'দিনের জন্য সন্তান থাকবে এবং বড় ছুটি ভাগাভাগি করে কাটাবে। কিন্তু আইনগত এ ব্যবস্থা থাকলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পিতা-মাতা নিজেদের মধ্যে এটা ঠিক করে নেয়। অনেক সময় দেখা যায় অনেক পিতা কিংবা মাতা তার সন্তানের সঙ্গে দেখা করার চেয়ে অন্য কিছুতেই ব্যস্ত থাকে বেশি, তারা ঐভাবেই ঠিক করে নেয়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে কিছু বজ্জাত পিতা অথবা মাতা অপর পক্ষকে এ বিষয়ে হয়রানি করতে চেষ্টা করে। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, বিচ্ছেদ হবার ৫ বছরের মধ্যে প্রায় ৫০% শিশুর সঙ্গে একজন পিতা বা মাতার কোনো সম্পর্ক থাকে না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এর শিকার হচ্ছে পুরুষ। তারা তাদের সন্তানদের দেখা থেকে চিরজীবনের জন্য বঞ্চিত হন। এছাড়া আরো সমস্যা হচ্ছে, অনেক সময় পিতা অথবা মাতা শিশুদের কিডন্যাফ করে পালিয়ে যায়। কিছুদিন আগে স্থানীয় একটি দৈনিক ও টিভি নিউজে জানা যায়, এক ব্যক্তি তার শিশু-কন্যাকে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে না দেবার কারণে জেল খাটতে হয়। জেল থেকে বেরিয়ে সে ব্যক্তি এক সময় তার শিশু সন্তানকে নিয়ে ইজিপ্টে চলে যায়। এরপর ১০ বছর হয় তার আর কোনো খবর নেই। এরকম ফিলিপের লিভ টুগেদারকালে সঙ্গীর এক কন্যাসন্তান হয়। তার সেই সন্তানের তিনটি মাত্র ফটো সম্বল করে এখনও সে বেঁচে আছে। সুচতুর আকর্ষণীয় ম্যারি সুকৌশলে তাদের মেয়ে লোরিয়ানকে নিয়ে কোথায় পালিয়ে আছে সে খোঁজ এখনও পাওয়া যায়নি।

যদিও ফ্রান্সে তালাককে খুব অনুৎসাহিত করা হয়, তবে দুটি কারণে এখানে তালাক দেবার জন্য আইন রয়েছে। প্রথমত, স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে বিবাহ-বিচ্ছেদ করতে পারে। দ্বিতীয়ত, একজনের দোষে অন্য একজন (স্বামী বা স্ত্রী) অভিযোগ এনে তালাক চাইতে পারে। দ্বিতীয় কারণের মধ্যে রয়েছে ভায়োলেন্স বা হিংস্রতা, ব্যভিচার বা অ্যাডাল্টারি এবং পরিবার ত্যাগ করা। ফ্রান্সে ৫৫% বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে থাকে পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে। বাকি ৪৫% দম্পতির বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটে একজনের দোষের কারণে। এসব বিবাহ-বিচ্ছেদের মধ্যে ৭৫% ক্ষেত্রেই একজন নারী প্রথমে তালাক দাবি করে থাকে।

'৭৫ সালের আইনে বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য ৬ বছর অপেক্ষা করতে হতো। অনেকের মতে সামাজিক, আর্থিক ও পেশাগতভাবে অনেকের জীবন নষ্ট করার জন্য এ সময় যথেষ্ট। বর্তমান আইনে তা দু'বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই বিবাহ-বিচ্ছেদ মামলা চলাকাল থেকে ৬ বছরের মধ্যে সাবেক স্ত্রী কোনো সন্তান গ্রহণ করতে পারবে না। আইনরে এ ধারাটি অবশ্য মেয়েদের অনুকূলে নয়। এ সময় দু' তিন বছরে নামিয়ে আনার চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছিল। বর্তমান আইনে তা দু'বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে যে বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন রয়েছে সেটি খুব সহজতর করে মাত্র একটি কোর্ট অধিবেশনের মাধ্যমে মীমাংসা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দম্পতির একজনের দোষ বা ভুলের কারণে যে বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যবস্থা ছিল তা নতুন আইনেও বলবৎ রাখা হয়েছে। অনেকে আইনের এই ধারাটি বাদ দেবার চিন্তাভাবনা করেছিল। কারণ অনেক সময় চতুর স্বামী বা স্ত্রী সংসার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে চাইলে অনেক ক্ষেত্রে অন্যের ওপর দোষ চাপিয়ে তালাক চেয়ে বসে থাকে। বিজ্ঞ বিচারক বিভিন্ন সূত্র ধরে আসল সত্য উদ্‌ঘাটন করলেও অপরজনকে নাজেহাল করা সন্তানদের ঝামেলার মধ্যে ফেলা থেকে কেউ উদ্ধার করতে পারে না। আর তাই নতুন আইনে দোষ বা ভুলের কারণে তালাকের দিকটি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হয়েছে এবং এর মধ্যে ব্যভিচার বা অ্যাডাল্টারিকে এক নম্বর কারণ হিসেবে গুরুত্ব দেবার পক্ষপাতি। ফরাসি বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী Monsieur Dominique Perben সম্প্রতি দোষ বা ভুলের জন্য বিবাহ-বিচ্ছেদ ব্যবস্থা রেখে দেবার পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন 'একটি বিবাহিত পরিবারের জন্য বিশ্বস্ততা হচ্ছে নৈতিক, সামাজিক ও আইনগত দায়িত্ব।' এ দায়িত্ব স্বামী অথবা স্ত্রী উভয়ের বিবাহিত জীবনের জন্য প্রযোজ্য। ফরাসি সমাজে মহিলা ও পুরুষের জন্য বিবাহ বহির্ভূত মেলামেশা, সন্তান নেয়া কিংবা বিবাহ বহির্ভূত লিভ টুগেদার করা সরকারিভাবে স্বীকৃত, সামাজিকভাবে তো বটেই। সুতরাং বিবাহিত জীবনে পরকীয়া ঘটনা ও ব্যভিচার বিবাহিত পুরুষ বা মহিলার জন্য অমার্জনীয় ভুল। আর এজন্যই বিবাহ-বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে এ ভুলটি বিচ্ছেদের জন্য এক প্রধান শর্ত হিসেবে থেকে যাবে।

Khan Anwar Hossein
17 Rue de la Vallee du Bois
92140 Clamart, France

প্র বা সী দে র প্র তি

প্রবাস জীবন তুলে ধরবে প্রবাসী বাঙালীদের জীবযাপন মনন চেতনার চালচিত্র। প্রবাসীদের সঙ্গে এ সংযোগটা আমরা চাচ্ছি। প্রবাসীদের অনেকেই তথ্যভিত্তিক লেখা লিখছেন। কিন্তু আমরা চাচ্ছি আপনারা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা লিখুন। লিখুন পরবাসী জীবনের নানা বৈচিত্র্যময় ও বর্ণময় কাহিনী। লিখুন দূতাবাস সমস্যা। ইমিগ্রেশনের নিয়মকানুন, সন্তানের শিক্ষা, বিদেশী বন্ধু বা বান্ধবীর কথা। ২০০০-এর দেশের পাঠকরা দেশে বসে প্রবাসকে পুরোপুরি জানতে চায়। আপনারা লিখুন। সঙ্গে ছবি দিন। ছবি আপনার লেখাকে সমৃদ্ধ করবে। সম্পূর্ণ ঠিকানা (ফোন ই-মেইলসহ) দিতে ভুলবেন না এমনকি ঠিকানা না ছাপতে চাইলেও।- **বিভাগীয় সম্পাদক**

লেখা পাঠাবার ঠিকানা ঃ

প্রবাস জীবন
The Shaptahik 2000
96/97 New Eskaton Road
Dhaka-1000, Bangladesh.

টো । কি । ও

সংবাদ সম্মেলনে হিমু ইসলাম

জাপানি মিডিয়ার কল্যাণে সারা বিশ্বে সন্ত্রাসী গ্রুপ আল-কায়েদার একজন সহযোগী হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশী যুবক মোঃ হিমু ইসলাম সংবাদ সম্মেলনে তার এবং তার দেশ (বাংলাদেশ) কোনো সন্ত্রাসী গ্রুপের সঙ্গে সম্পৃক্ততার কথা দৃঢ়তার সঙ্গে নাকচ করে দেন। গত ২৭ জুলাই The foreign correspondents club of Japan আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।

সংবাদ সম্মেলনে জাপানিজ বিভিন্ন সংবাদ সংস্থা, TV চ্যানেল, বিভিন্ন দেশের সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন। বক্তব্য শেষে তিনি সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

সংবাদ সম্মেলনের মডারেটর হিসেবে উপস্থিত ছিলেন foreign correspondents club-এর সেক্রেটারি, বিশিষ্ট সাংবাদিক, শিক্ষক, দৈনিক প্রথম আলোর জাপান প্রতিনিধি মনজুরুল হক এবং দোভাষী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এরশাদ উল্লাহ্।

প্রথমেই জনাব হিমু বিদেশী সাংবাদিকদের ক্লাবের সকল সদস্য, আগত সাংবাদিক এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে পুলিশ কাস্টডিতে ৪৩ দিন থাকা, জাপান মিডিয়া ফলাও করে তাকে আল-কায়েদার সহযোগী হিসেবে পরিচিত করা এবং তার ফলে তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক ইমেজ ক্ষুণ্ন হওয়া, ব্যবসায়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, প্রথমে আমি নিজেও জানতে পারিনি যে, কেন আমাকে আটক করা হয়েছিল। দুদিন পর আমার আইনজীবীর মাধ্যমে জানতে পারি যে আল-কায়েদা সন্ত্রাসী গ্রুপের সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহবশত আমাকে আটক করা হয়। এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। আর এ সন্দেহকে পুঁজি করে জাপান মিডিয়ার কল্যাণে সারা বিশ্বে দ্রুত প্রচার পায় আমার আটক হওয়ার খবর। CNN, BBC, রয়টার, এপি, জিজি, কিয়োদো লুফে নেয় গরম খবর হিসেবে। অথচ টোকিও জেলা আদালত কর্তৃক নির্দোষ প্রমাণিত এবং খালাস পাওয়ার খবর কোনো পত্রিকায় প্রকাশ করা হলো না। কিন্তু কেন? আমি গরিব দেশের নাগরিক (বাংলাদেশ) বলে? নাকি একজন মুসলিম বলে? একজন মুসমান হয়ে জন্মগ্রহণ করাই কি আমার অপরাধ?

সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরো বলেন, ২১ দিন কানাগাওয়া পুলিশ কাস্টডিতে থাকার পর দায়মুক্ত হিসেবে প্রথমে ছাড়া পাই, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই Tokyo Police আবার আটক করে বিনা ভিসায় দুজনকে নিজ কোম্পানিতে নিয়োগ দেয়ার কারণে। দুজন অভিবাসীকে উপযুক্ত কাগজপত্র ছাড়া নিয়োগদান করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষমা প্রার্থনা করেও রেহাই পাইনি। তারা আমাকে ২২ দিন আটক রেখে বিভিন্ন রকম জিজ্ঞাসাবাদ করে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো তারা যে কারণে আমাকে পুনরায় আটক দেখায় অর্থাৎ ভিসাহীনদের নিয়োগ সে বিষয়ে কোনো প্রশ্ন না করে প্রশ্ন করে আল-কায়েদা ভিত্তিক। কোম্পানির কাগজপত্র, ব্যাংক একাউন্ট সব চেক করেও আল-কায়েদার সঙ্গে জড়িত থাকার কোনো প্রমাণ না পাওয়ায় অবৈধ নিয়োগ দানের জন্য জাপান আইনে ৩০০,০০০ ইয়েন জরিমানা করে ছেড়ে দেয়ার জন্য টোকিও জেলা কোর্ট নির্দেশ দেয়।

তিনি আরো বলেন, ছাড়া পাওয়ার পর বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় প্রতিদিন। আশপাশের সবাই জানে আমি আল-কায়েদার একজন সদস্য হিসেবেই আটক হয়েছি (মিডিয়ার কল্যাণে), কিন্তু আমি যে দায়মুক্ত হয়ে বের হয়েছি তা কেউ জানে না (মিডিয়ার নিরবতার জন্য)।

আমার ব্যাংক একাউন্ট সিজ করা হয়েছে। ক্রেডিট কার্ড বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ব্যবসায়িক চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। টেলিফোন কার্ড ব্যবসা বন্ধ করে দেয়া হয়। আমার সন্তান, আমার স্ত্রী ঠিক মতো বের হতে পারে না। বের হলেই আমরা বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হই। সবাই আড় নজরে তাকায়। শুধু আমার পরিবারই নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে থাকা আমার আত্মীয়স্বজন, বাংলাদেশে আমার পিতামাতাও বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন। আমার মা এই খবর জানার পর শোকাহত হয়ে বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

আমি শারীরিক, মানসিক, আর্থিকভাবে ভেঙে পড়েছি। আমি খেতে পারি না, ঘুমাতে পারি না। শুধু কান্না পায়। আত্মহত্যার প্রবণতা জাগে।

হিমু ইসলাম জাপানের সংবাদ মাধ্যমকে অনুরোধ করে বলেন, আপনারা আমাকে সহায়তা করুন। আমি যে আল-কায়েদার সদস্য নই, আমার দেশ যে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িত নয় তা প্রচার করুন।

তার এই আহ্বানে/ আবেদনে সাড়া জাগে।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন হিমু ইসলাম

পরের দিন জাতীয় দৈনিকগুলোতে দায়মুক্ত হওয়ার ঘটনা প্রচার করা হয়েছে, টেলিভিশনে হিমু ইসলামের সংবাদ সম্মেলনের কভারেজ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, মোঃ হিমু ইসলাম ১৯৭০ সালে মুন্সীগঞ্জ জেলার ইছাপুরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৯২ সালে তিনি কানাডায় যান। সেখানে জাপানি এক তরুণীর সঙ্গে পরিচয় হয় এবং ১৯৯৩ সালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৯৫ সালে তিনি সস্ত্রীক জাপানে আসেন। ১৯৯৭ সালে প্রথমে Gunma Prefecture-এ হালাল Food ব্যবসা শুরু করেন এবং একই বছর অক্টোবর মাসে পুত্র সন্তানের জনক হন। ১৯৯৮ সালে Ryo International Co. Ltd. নামে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ১৯৯৯ সালে তিনি প্রি-পেইড টেলিফোন কার্ড ব্যবসা শুরু করেন। এ সূত্রেই তিনি Dumont-এর সঙ্গে পরিচিত হন। কিন্তু Dumont তার নাম গোপন রেখে Samir নামে জাপানে প্রবেশ করেন। বর্তমানে তিনি জার্মানিতে আটক অবস্থায় আছেন।

Rahman Moni
rahman-moni@ny. tokai-or-jp
kirigaoka 1-6-3-312, Kita-ku
Tokyo 115-0054